ওশর একটি ফরজ ইবাদত

াওলানা মোফাজ্জল হক

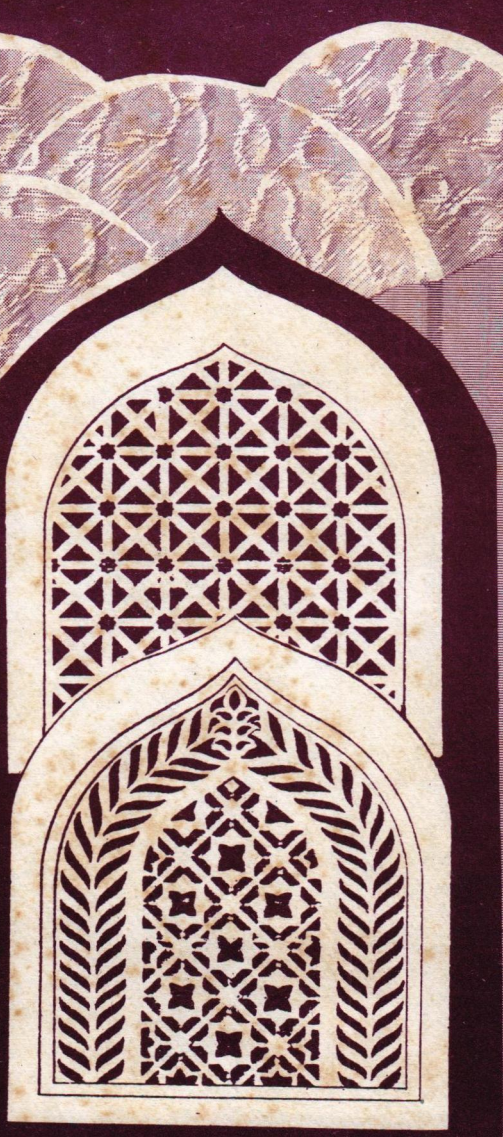

প্রকাশক ঃ
আল-হামরা লাইব্রেরী
বগুড়া।

ওশর একটি ফরজ ইবাদত

মাওলানা মোফাজ্জল হক

পরিবেশকঃ

আল-হামরা লাইব্রেরী

বড় মসজিদ লেন, বগুড়া

মুল্য ঃ ১০.০০ (দশ টাকা) মাত্র।

www.pathagar.com

ওশর একটি ফরজ ইবাদত

মাওলানা মোফাজ্জল হক
নসরত পুর, বগুড়া।

প্রকাশক ঃ-

মুহাঃ নূরুল ইসলাম
আলহামরা লাইব্রেরী
বড় মসজিদ লেন বগুড়া।

প্রকাশ কালঃ-

ডিসেম্বর -১৯৯৯
অগ্রহায়ন-১৪০৬
রমজান-১৪২০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

কম্পিউটার কম্পোজঃ-
স্কয়ার কম্পিউটার্স
২নং রেলগেট, থানা মোড়,
বগুড়া।

প্রাপ্তিস্থানঃ-

আলহামরা লাইব্রেরী
বড় মসজিদ লেন, বগুড়া।

প্রফেসর বুক কর্ণার
বড় মগবাজার, ঢাকা।

আল হাফিজ আতর হাউজ
আল আমিন মার্কেট
সদর পথ সান্তাহার।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

আলহাম্‌দুলিল্লাহ। ওশর একটি ফরজ ইবাদত বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর আসায় আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। ওশর সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মুসলমান তো দুরের কথা আলেম সমাজের অধিকাংশের সঠিক ধারণা আছে বলে আমার মনে হয় না। অথচ একটি ফরজ ইবাদত যা পালন করলে দেশের দরিদ্র জনগোষ্টির বিরাট সহযোগিতা হবে অপর দিকে আল্লাহর হক আদায়ের মাধ্যমে দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করা যাবে।

এ বিষয়ে মাওলানা মোফাজ্জল হক ব্যপক অধ্যায়ন ও চিন্তা গবেষনার মাধ্যমে ওশরের উপর যে বই গ্রন্থ রচনা করেছেন আমার বিশ্বাস তাতে এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষেরা সহজ ভাবে ওশর সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। এছাড়াও আলেম সমাজের জন্য বই খানা দিক নির্দেশনার কাজ করবে।

ইসলামী রাষ্ট্র সমাজে ওশরের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা গৌণ রেখে কিছুতেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সমাজে ওশরের উপর ব্যপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন এবং এ ইবাদত সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করে তোলা প্রতিটি আলেম ইমামগণের দায়িত্ব বলে আমি বিশ্বাস করি। যাতে করে মানুষ এ ইবাদতের আমল শুরু করে।

ওশরের ওপর বাংলা ভাষায় বই প্রকাশনার যথেষ্ট ঘাটতি আছে বলে আমার ধারণা। ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশিত বই খানা সমাজের উপকারে আসলে আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করবো।

আল্লাহ আমাদের সহায় হউন। আমিন

প্রকাশক

মুহাঃ নুরুল ইসলাম

www.pathagar.com

বিশিষ্ট আলেম দ্বীন হযরত মাওলানা আবদুর রহমান ফকিরের

অভিমত

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনে এরশাদ- জমি যখন ফসল দিবে তখন সে ফসল তোমরা ভোগ করবে তবে তা থেকে কাটার দিনে খোদার হক দিয়ে দিবে।

রাসুর (সঃ) বলেছেন, জমি থেকে যা উৎপাদিত হবে তার মধ্যে আল্লাহর হক রয়েছে একদশমাংশ।

কোরআন ও হাদীসের এ দুটি বাণী থেকে বুঝা যাচ্ছে যে উৎপাদতি ফসল থেকে ওশর প্রদান করা আল্লাহর নির্দেশ অর্থাৎ ফরজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সম্পর্কে আমাদের দেশে তেমন চর্চা নেই, এ কারনেই শরিয়তের এতবড় একটি ফরজ কাজের যথাযথ আমল নেই।

ওশর সম্পর্কে আরবী উদ্দু ভাষায় ওশর সম্পর্কে কেতাবাদী থাকলেও বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে বিশ্লেষন সম্বলিত বই পুস্তক তেমন একটা নাই ।

আমার স্নেহ ভাজন তরুন লেখক মাওলান মোফাজ্জল হক যথেষ্ট পরিশ্রম করে কোরআন হাদীসের দলিল, ইমাম গনের মতামত সহ বহু মনিষিদের কেতাবাদী মন্থন করে ওশর সম্পর্কে ইসলামের প্রকৃত বিধান কি "ওশর একটি ফরজ ইবাদত" গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। তার জন্য আমি তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ পাকের দরবারে বই খানি কবুলিয়াতের জন্য দোয়া করি। আরো দোয়া করি আল্লাহ এর মাধ্যমে আমাদেরকে ইসলামের এই বুনিয়াদী ফরজিয়াত ব্যাপারে সিরাতুল মোস্তাকিমের উপর চলার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মাওঃ আব্দুর রহমান ফকির
সাবেক সংসদ সদস্য, বগুড়া।

www.pathagar.com

বাণী

বাংলা ভাষায় ওশর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনা পাওয়ার জন্য বই পুস্তক খুবই কম। বৃটিশ পূর্ব যুগে ইসলামী আইন কিছু চালু থাকার জন্য ওশর আদায় করা যে ফরজ এবাদত তা মানুষ জানত। কিন্তু মুসলমানদের পতন যুগে ওশর সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানেরা একটি ফরজ এবাদত থেকে বঞ্চিত হয়। গোলামী মানসিকতা সৃষ্টি হওয়ার কারণে ওশর ও খাজনা এক করে দেয়া হল। এখনও একদল আলেম এ অভিমত পোষন করে। অথচ খাজনা জমির উপর আর ওশর উৎপাদিত ফসলের উপর নির্দ্ধারিত হয়। জমিতে ফসল হলেও বা নাহলেও খাজনা দিতেই হবে অথচ ফসল না হলে কোন ওশর লাগবেনা। বছরে একবার খাজনা দিতে হয় আর বছরে যদি তিনবার ফসল উৎপন্ন হয় তবে তিনবার ওশর দিতে হয়। স্বাভাবিক ভাবে ওশর ও খাজনা এক হতে পারেনা বা একটা আদায় করে অপরটির হক আদায় হয়না। আলহামদুলিল্লাহ! হযরত মাওলানা আ. ন. ম. মোফাজ্জাল হক ওশর একটি ফরজ ইবাদত বইটি লিখে মুসলিম মিল্লাতকে একটি ফরজ ইবাদাতের ব্যাপারে সচেতন করেছেন ও ওশর সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। মুসলিম সমাজের জন্য তিনি যে কষ্ট করে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় বইটি লিখেছেন তার বহুল প্রচার কামনা করছি ও তার এ মহান খিদমতের জন্য আল্লাহ্ পাক তাঁকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এ দোয়াই করছি।

ইতি

(গোলাম রব্বানী)
কেন্দ্রীয় কার্য পরিষদ সদস্য
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

www.pathagar.com

গ্রন্থ পুঞ্জি

১। তাফসীরে ইবনে কাছির।

২। তাফহীমুল কোরআন।

৩। মায়ারে ফুল কোরআন।

৪। তফসীরে তাবারী।

৫। আনোরুত তানজিল।

৬। হেদায়া।

৭। কুদরী।

৮। আসান ফেকাহ।

৯। বেহেস্ত জেওর।

১০। ফতোয়ায়ে আলমগীর।

১১। ফিকহুয যাকাত।

১২। বোখারী শরীফ।

১৩। মুয়াত্তা।

১৪। ওশরের শরিয়াত বিধান।

১৫। ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা।

১৬। রাসায়েলে মাসায়েল।

১৭। যাকাতের ব্যবহারিক বিধান।

১৮। ইসলামে রাষ্টে ভূমি ব্যবস্থা।

১৯। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

২০। আকঈদ ও ফিকাহ।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১।	কোরআনের আলোকে ওশর।	৫
২।	ওশর সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস।	৬
৩।	ওশর শব্দের অর্থ।	৭
৪।	ওশর সম্পর্কে ইমামদের মতামত।	৮
৫।	ওশরী জমি ও খারাজী জমি।	৯
৬।	বাংলাদেশের জমির অবস্থা।	১১
৭।	খাজনা দিলেও ওশর দিতে হবে।	১২
৮।	বর্গা ও পত্তনী জমির ওশর।	১৫
৯।	ওশর থেকে উৎপাদনী খরচ বাদ হবে না।	১৬
১০।	ওশর এক ফসলে একবার দিতে হয়।	১৭
১১।	ওশর আদায়ের যৌক্তিকতা।	১৮
১২।	ওশরের নেছাব।	২১
১৩।	অসাক কি।	২২
১৪।	ছার পরিমান	২২
১৫।	ইরাকীদের দলিল।	২২
১৬।	হেজাজীদের দলিল	২৩
১৭।	দ্বিমত সম্পর্কে অভিমত।	২৪
১৮।	কিলোগ্রামের বর্তমান হিসাব।	২৪
১৯।	ওশর যাকাতের ব্যয় খাত।	২৫
২০।	ওশরের কয়েকটি মাস্‌য়ালা।	৩০
২১।	ওশর সম্পর্কে ফতোয়ায়ে আলমগীরীর মাস্‌য়ালা।	৩১

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোরআনের আলোকে ওশর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ ○ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ○

-হে ইমানদার লোকেরা। তোমরা ব্যয় কর তোমাদের পবিত্র উপার্জন এবং জমি থেকে যা উৎপাদন করে দিয়েছি তা থেকে। আর ব্যয় করতে গিয়ে তোমরা খারাপ জিনিস দেবার ইচ্ছা করনা কেননা তোমরা তা নিজেরাও নিতে চাওনা (বাকারা ২৬৭)

وَ هُوَ الَّذِيْ أَنْشَأَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّ غَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّ النَّخْلَ وَ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَ الزَّيْتُوْنَ وَ الرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّ غَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ آتُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ○ وَ لَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

তিনি আল্লাহ! যিনি নানা প্রকার লতা পাতা ও গাছ গাছালী সমন্বিত খেজুর বাগান সৃষ্টি করেছেন, ক্ষেত, খামার বানিয়েছেন যা থেকে নানা প্রকার খাদ্য উৎপন্ন করা হয়। জয়তুন ও আনারের গাছ তৈরী করেছেন যার ফল দেখতে একই রকম অথচ স্বাদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এগুলোর ফল খাও যখন তা ফলন্ত হয় এবং আল্লাহর হক আদায় কর যখন ফসল কেটে ঘরে তুলবে। এবং সীমা লংঘন করনা। আল্লাহ সীমা লংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না। (আনআম-১৪১)

আয়াত দুটির অর্থে তাফসীর কারকগণ বলেছেন ব্যয় কর অর্থ যাকাত দাও। আর হক আদায় কর এ আয়াতের হক অর্থ যাকাত। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বহুসূত্রে বর্ণিত হয়েছে ফল ও ফসলের যে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা ওশর বা অর্ধওশর। আর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে আল্লাহর হক অর্থ ফরজ যাকাত। যেদিন তা মাপা হবে এবং কতটা পাওয়া গেল তা জানা যাবে সেদিনই তা আদায় করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

আবু জাফর, তাবারী, জাবির ইবনে যায়াদ, হাসান, সাইদ ইবনে মুসায়েব, তায়ুস, মুহম্মদ ইবনে হানাফিয়া, কাতাদাহ ও দাহ্হাক প্রমুখ হক এর অর্থ যাকাত বর্ণনা করেছেন। আর ফসলের যাকাত ওশর বা অর্ধ ওশর। কথা বিভিন্ন হলেও মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও বক্তব্য একও অভিন্ন।

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইবনে ওহাব, ইবনে কাশিম ও মালিক থেকে এ তফসির-ই-বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাফি ও তার সাথীরা এ কথায় বলেন। ইমাম আবু হানিফা ও তার সঙ্গীদের কথা ও তাই। এ দ্বারা প্রমাণ হয় যে ফসলের যাকাত ওশর এবং তা আদায় করা ফরজ।

ওশর সম্পর্কে কয়েকটি হাদিস

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ رضـ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْعُيُوْنُ أَوْ كَانَ عَشَرِيًّا اَلْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে সব জমি বৃষ্টির পানি বা নদীর পানিতে ভিজা থাকে অথবা স্বাভাবিক ভাবে ভিজা থাকে তাতে ওশর দিতে হবে। আর যে সব জমি সেচের মাধ্যমে ভিজানো হয় তাতে অর্ধ ওশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) দিতে হবে। (বুখারী)

إِنَّمَا سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰه صلى الله عليه و سلم اَلزَّكٰوةَ فِيْ اَلْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيْرِ وَ التَّمرِ وَ زَبِيْبِ -

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ভূট্টা বা ময়দা, গম, খেজুর ও কিসমিস, মনাক্কার উপর যাকাত ধার্য করেছেন। ইবনে মাজা "যাররাতুন" শব্দটি বেশী বর্ণনা করেছেন। (ইবনে মাজা ও দারে কুতনী)

হযরত জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে জমি নদী ঝর্ণা বা মেঘের পানিতে সিক্ত হয় তাতে ওশর ধার্য হবে। আর যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে সেচ দেওয়া হয় তাতে অর্ধ ওশর দিতে হবে। (মুসলিম)

www.pathagar.com

হযরত মুয়াজ (রাঃ) বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামেনে পাঠিয়ে ছিলেন, আমাকে মেঘের পানিতে যে জমি সিক্ত হয় তা থেকে ওশর আর যে জমি কৃত্রিম উপায়ে সেচা হয় তা থেকে অর্ধ ওশর নিতে বলেছেন। (ইবনে মাজা)

হযরত আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে কোন ফসলের ও খেজুরের পরিমাণ পাঁচ ওসক পরিমাণ না হলে যাকাত নেই (নাসায়ী)

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর কাটার মওসুম এলে (যাকাতের) খেজুর সমূহ রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট আনাহত। কোন এক ব্যক্তি তার খেজুর নিয়ে আসল। আবার আরেকজন তার খেজুর নিয়ে আসল। এভাবে খেজুরের স্তূপ হয়ে যেত। একদিন হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ঐ খেজুর নিয়ে খেলা করতে করতে তাদের একজন একটি খেজুর মুখে পুরে দিলে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) তার প্রতি লক্ষ করলেন এবং খেজুরটি তার মুখ থেকে বের করে বললেন, তুমি কি জাননা যে, মুহাম্মদের বংশ ধরেরা সদকার দ্রব্য খায়না (বুখারী)

ওশর শব্দের অর্থ

ওশর শব্দ আশারা থেকে এসেছে। আশারা অর্থ দশ। আর ওশর অর্থ এক দশমাংশ। শরিয়তের পরিভাষায় ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে প্রদান করাকে ওশর বলে। অর্থাৎ যে জমি বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় অথবা আপনা আপনী শস্য জন্মে সে জমি থেকে এক দশমাংশ আর যে জমিতে মেশিন অথবা কুয়ার পানি দ্বারা আবাদ করা হয় তার এক বিশাংশ যাকাত দানকে ওশর বলে।

ওশর সম্পর্কে ইমামদের মতামত

জমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের যাকাত কুরআন, হাদিস ও ইজমা কিয়াস দ্বারা ফরজ প্রমাণিত। এখন ইমাম গণের মতামত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো-

ইমাম আবু হানিফার মত

আল্লাহর জমিন থেকে যা উৎপাদন করা হবে তা কম হোক বেশী হোক তার উপর ওশর ধার্য হবে। তবে যা উৎপাদন করা হয়না এমনি জমিতে জন্মে ঘাস, বাঁশ, বেত ইত্যাদি তা বাদ যাবে। যদি তা ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে উৎপাদন করা হয় তা হলে ওশর ধার্য্য হবে।

www.pathagar.com

তারমতে উৎপাদন খাদ্য শস্য হতে হবে এমন শর্ত নেই। পরিমাণ যোগ্য, শুকিয়ে রাখা, সঞ্চয় করে রাখা এগুলি কোন শর্তই নেই। তিনি সব ধরণের ফলের ওশর দিতে হবে বলে মত ব্যক্ত করেন। তা শুকিয়ে রাখা হোক বা না হোক। সর্ব প্রকার শ্বাক সব্জির উপর যাকাত দিতে হবে। আখ, জাফরান, তুলা, উলশীর চারা, যা দিয়ে কাপড় তেরী হয় বা এই রূপ জিনিসের উপর ওশর ধার্য হবে। যদিও তা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ ও পরিমাণ করা হয় না।

ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মত-

খাদ্য হিসাবে যা ব্যবহার করা যায়, শুকানো যায়, জমা করে রাখা যায় তা শস্য দানা বা ফল যা-ই হোক তার উপর যাকাত ধার্য হবে। যেমন ভূট্টা, গম, চাল, ডাল অনুরূপ জিনিস। ইমাম মালেক জয়তুনে যাকাত দিতে হবে বলে মত দিয়েছেন। ইমাম শাফেয়ী বলেন জয়তুনে যাকাত নেই।

আখরোট, বাদাম, পেস্তা, ডালিম, আপেল কুল প্রভৃতি ফলের উপর যাকাত ফরজ নয় বলে মত ব্যক্ত করেন।

ইমাম আহমদের মত-

ইমাম আহমদের কয়েকটি মতের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মত আল মুগনী কেতাবে উল্লেখ রয়েছে যে সব জিনিস মাপা যায়, সংরক্ষণ করা যায়, শুকিয়ে রাখা যায়, এমন গুণ সম্পন্ন জিনিসের যাকাত দিতে হবে। সব দানা ও ফল জাতীয় জিনিস এর মধ্যে গণ্য। তা খাদ্য হতে পারে যেমন, গম, ভূট্টা, খোসাহীন যব, ধান চাউল বজড়া ইত্যাদি। অথবা দানা জাতীয় যেমন কালাই, মশুর, সীম বীজ, ধনিয়া, জিরা, বুট প্রভৃতি মশলা জাতীয় বীজ ও নানা প্রকার দানার উপর যাকাত ফরজ হবে।

অন্যান্য জমহুরদের মতামত ঃ

'আল আহকামুল কোরআন' গ্রন্থে মালিকী মজহাবের ফকীহ ইবনুল আরাবী ইমাম আবু হানিফার মতকেই সমর্থন দিয়েছেন। তিরমিজির ব্যাখ্যায় লিখেছেন দলিলের দিক দিয়ে অধিক শক্তি শালী এবং মিসকিনদের কল্যাণে অধিক কার্যকর হচ্ছে ইমাম আবু হানিফার মত। আর নিয়ামতের শোকর আদায় অধিক সম্ভব এ মত অনুযায়ী কাজ করলে। কোরআনের আয়াত ও হাদীস থেকেও তাই অধিক প্রমাণিত।

www.pathagar.com

খারশী উল্লেখ করেন যে মাত্র বিশ প্রকার ফলের উপর যাকাত ফরজ। তা হচ্ছে মটর কালাই, সীম ও বরবটী, ছোট সীম, পেয়াজ, রসুন, লুপিন, মটর ডাল, গম, যব, সল্‌ত (গমের মত এক প্রকার শস্য) আলাস (এক ধরনের ভূট্টা সানা বাসীদের খাদ্য) চাউল বিন্দু দানা, জোয়ার, কিসমিস, এবং জয়তুন, সরিসা, ধনিয়া, সোয়াবীন বীজ ও খেজুর প্রভৃতি।

অতএব আঞ্জির বাঁশ বেত ফল মুলি-তরকারী হলুদ পানির উপর ভাসমান তরকারী গোল মরিজ ইত্যাদির যাকাত হবে না।

আতা খুরাসানী থেকে বর্ণিত শাক সবজি আখরোট ও সর্ব প্রকার ফলের উপর ওশর ধার্য হবে। তার কোন অংশ বিক্রয় করা হলেও তার মুল্য বাবদ একশত দেরহাম বা তদূর্ধ হয়ে গেলে তাতে যাকাত দিতে হবে। শা'বী থেকেও তাই বর্ণিত।

মায়মুন ইবনে মাহরান জুহুরী ও আওযায়ী এমত পোষন করেছেন বলে আবু ওবায়েদ উল্লেখ করেছেন। তবে জুহুরী মনে করেন এই যাকাতটা নগদ সম্পদ স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের মত হবে। মায়মুন বলেছেন এসব যখন বিক্রয় করা হবে যদি তার মূল্য দু'শ দেরহাম পর্যন্ত পৌছায় তা হলে পাঁচ দেরহাম যাকাত দিতে হবে।

দাউদ জাহেরী ও তার সাথীরা ইমাম আবু হানিফার মতের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে জমি যা উৎপাদন করবে তাতেই যাকাত ফরজ হবে। এ থেকে কোন কিছু বাদ দিতে তারা চাননা। নখয়ী ও এতে একমত। মুজাহিদ, হাম্মাদ ওমর ইবনে আবদুল আজিজ ও ইবনে আবু সালমান এমতই পোষন করতেন।

ওশরী জমি ও খারাজী জমি

ইসলামের দৃষ্টিতে জমি দুই রকম। এক, ওশরী দুই, খারাজী। হানাফী মতে জমি খারাজী হলে খারাজ ফরজ আর ওশরী হলে ওশর দেওয়া ফরজ।

ওশরী জমির বিবরণ ঃ

১। জমির মালিক ইসলাম কবুল করার পর সে যদি জমির মালিক থেকে যায় সে জমি ওশরী হবে।

২। কোন মুসলমান যদি কোন জমি সর্ব প্রথম আবাদ যোগ্য করে তোলে সে জমি ওশরী হবে।

www.pathagar.com

৩। মুসলমানগণ কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর অধিকৃত জমি মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিলে সে জমি ওশরী হবে।

৪। উত্তরাধীকারী সূত্রে কোন মুসলমান যদি জমির মালিক হয় অথবা কোন মুসলমান কিংবা অমুসলমাদের নিকট থেকে জমি কিনে নেয়।

৫। রাষ্ট্র সরকার চাষাবাদের জন্য যদি কোন নাগরিককে জমি দান করে তা ওশরী জমি বলে গণ্য হবে।

খারাজী জমির বিবরণ ঃ

ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক অমুস্বলিমদের মালিকানা ও ভোগ দখল কৃত জমি হতে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তাকে খারাজ বলে। এই সমস্ত খারাজী জমি থেকে আর ওশর আদায় করা হবেনা।

খারাজী জমির বিবরণ ঃ

১। মুসলমানেরা কোন অমুসলিম দেশ জয় করার পর যেখান কার জমা জমি অমুসলিমদের মালিকানায় রেখে দিলে যে জমি খারাজী হবে।

২। কোন অমুসলিমদেশের নাগরিকেরা যদি বিনাযুদ্ধে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে সন্ধির মাধ্যমে চাষাবাদ করে তাহলে সে জমি খারাজী বলে গণ্য হবে।

৩। কোন অমুসলিম মুসলমানের নিকট থেকে জমি খরিদ করলে উক্ত জমি খারাজী হবে।

৪। কোন অমুসলিম ইসলামী রাষ্ট্রে নিজ মালিকানা জমি আবাদ করলে সে জমি খারাজী হবে।

৫। ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক যে জমিগুলো খারাজ যোগ্য বলে ঘোষনা করা হবে।

মাওলানা নুর মোহাম্মদ আজমী 'ইসলামী ভূমি ব্যবস্থা' গ্রন্থে উল্লেখ করেন চার প্রকার জমির মালিক সরকার ১) যা আদিকাল হতে বসতহীন বা মালিকানাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। ২) যা অনাবাদ এবং লোকের কোন কাজে ব্যবহার হয় না। সরকার এর মালিক। তবে সরকার কাউকে আবাদ করার আদেশ দিলে যে তার মালিক হবে। ৩) যার মালিক মৃত্যু বরণ করেছে আর তার কোন বৈধ উত্তরাধিকারী নেই। ৪) প্রাকৃতিক খাল, বিল, নদী পাহাড় ও জঙ্গল ইত্যাদি।

খারাজী জমির উপর ইসলামী রাষ্ট্র কর্তৃক কর আরোপ করা জরুরী শর্ত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জমির অবস্থা

এদেশে বসবাসকারী মুসলমানদের জমি ওশরী বলে ওলামাদের অভিমত, হানাফী ও আহলে হাদিস সহ সকল মজহাবের আলেমগণের ফতোয়া অনুসারে উপমহাদেশের মুসলমানদের মালিকানাধীন জমিতে ওশর আদায় যোগ্য। কোন মুসলমানের জমি শরিয়ত অনুযায়ী খারাজী প্রমানিত না হওয়া পর্যন্ত ওশরী বলে গণ্য হবে। এবং ওশর তার উপর ফরজ হবে।

মাওলানা সাইয়েদ মুহম্মদ আলী তাঁর ওশর গ্রন্থে লিখেন। সুলতান শিহাবুদ্দীন ঘোরীর অধীন দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দিন আইবেকের আমলে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী এদেশ আক্রমন করে প্রায় বিনা যুদ্ধে দখল করেন। অতঃপর মুসলিম শাসকেরা অভিযান চালিয়ে গৌড় থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেন। তারপর এদেশের বহু অধিবাসী স্বেচ্চায় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। তখন থেকে আজ প্রায় আটশত বছরের মধ্যে এদেশে বহু বিপ্লব ও পরিবর্তন, উত্থান ও পতন ঘটেছে। এ দীর্ঘ সময়ে এ দেশের জমি সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন জারী হয়েছে। এখন দেশের প্রত্যেকটি জমি সম্পর্কে সেই সময়কার সঠিক অবস্থা এবং খুটিনাটি বিষয় অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। কোন বিশেষ জমি এবং তার অবস্থা মালিকদের পূর্ণ তথ্য জানার পরই সে জমি খারাজী কিনা তা ঠিক করা যেতে পারে। নতুবা নিছক অনুমানের ভিত্তিতে মুসলমানের কোন জমিকে খারাজী বলা যায় না। তিনি বলেন. খারাজী বলে সঠিক ভাবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের জমি ওশরী বলে পরিগণিত থাকবে এবং ওশর ও দিতে হবে।

দেওবন্দের প্রধান মুফতী মাওলানা আযিযুর রহমান সাহেবের দু'টি ফতোয়া উল্লেখযোগ্য- ১) ভারতের যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানায় রয়েছে তা ওশর যোগ্য। কেননা মুসলিম ভূ-সম্পত্তিতে ওশরই মুলকথা। কোন সন্দেহ দেখা দিলেও ওশর দেওয়া নিরাপদ।

২) ভারতের সকল জমিতে একই বিধি প্রযোয্য নয়। তবে যে জমি মুসলমানদের মালিকানায় তাতে ওশর দিতে হবে।

www.pathagar.com

মাওলানা মওদুদী তার 'রাসায়েলে মাসায়েল' গ্রন্থে এ ব্যাপারে লিখেন পাকিস্তান হওয়ার পর যেসব জমি মুসলমানদের মালিকানা ভূক্ত হয়েছে আমার মতে তাতে ওশরের অপরিহার্যতা আগের চেয়েও সন্দেহাতীত কেননা কোন অঞ্চলে একটা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর সেখানকার মুসলিম মালিকানাভূক্ত জমিতে ওশর অবশ্যই ওয়াজিব হয়ে যায়।

মুফতী শফি বলেন, পাকিস্তান সরকার অমুসলমানদের পরিত্যাক্ত যে সব জমি মুসলিম মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করেছে সেগুলো সব ওশর যোগ্য। পূর্বে এসব জমির অবস্থা যে রকম থাকনা কেন তাতে কিছু আসে যায় না।

মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী তার আসান ফেকাহ গ্রন্থে লিখেন, যে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের যে সব জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে, তা ওশরী এবং তার ওশর দিতে হবে এ থেকে বুঝা যায় যে বাংলাদেশের জমি গুলো ওশরী জমি এবং তা থেকে ওশর আদায় করা ফরজ।

খাজনা দিলে ও ওশর দিতে হবে

ওশর একটি এবাদত এবং তা ফরজ। আর খাজনা সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত ভূমি কর। যা দিয়ে ওশরের হক আদায় হবে না। কারণ ওশর যেযে ক্ষেত্রে ব্যয় করার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, খাজনা তার কোন একটি ক্ষেত্রেও ব্যয় করা হয়না। তা হলে কি জমির খাজনা দেওয়ার পর ও ওশর দিতে হবে? এ ব্যাপারে জমহুর ফিকাহ বিদদের অভিমত, ওশর ও খাজনা দুটি সতন্ত্র প্রকৃতির হক।

তাই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ওশর ও খাজনা এক সাথে আদায় করেছেন।

হযরত আমর ইবনে মায়মুন থেকে বর্ণিত তিনি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ কে খারাজী জমির মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলে ছিলেন, জমি থেকে খাজনা গ্রহণ কর আর ফসল থেকে ওশর গ্রহণ কর।

ওশর ধার্য হয় ফসলের উপর। আর খাজনা ধার্য হয় জমির উপর, তাই ফসল হোক বা না হোক খাজনা দিতে হয়। এক কথায় খাজনা ধার্য হয় জমির

www.pathagar.com

মালিকানার উপর আর ওশর ধার্য হয় ফসলের মালিকানার উপর। কাজেই এক সাথে একটি জমির উপর দু'টো আদায় করার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যেমন এক ব্যক্তিকে দোকানের ভাড়া ও মালের যাকাত দু'টোই দিতে হয়।

ইসলামী হুকুমতে ওশর ও খারাজ আদায় করে একত্রে বায়তুল মালে জমা করা হতো। তা থেকে কোরআনে বর্ণিত খাত সমূহে ব্যয় করা হতো বিধায় জমির মালিক ওশর দেক অথবা ধার্যকৃত খারাজ দেক এ দিয়ে হক আদায় হতো। তাই হানাফী মতে বলা হয়েছে একটি জমির উপর ওশর ও খারাজ এক সাথে ধার্য হতে পারেনা। তার বর্ণনা একই সাথে দু'টি ফরজ একত্র হতে পারে না।

বিষয়টি গভীর ভাবে অনুধাবণ করলে বুঝা যায় পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ওশর ও যাকাত আদায় করতো এবং বায়তুলমালে জমা হতো সেখান থেকে শরিয়ত মোতাবেক ব্যয় করা হতো ফলে ওশর দাতা ও খারাজ দাতার ফরজিয়াত আদায় হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী সরকার না থাকার কারণে সরকারী ভাবে ওশরের কোন গুরুত্ব নেই। তারা নিজেদের প্রয়োজনে খাজনার টাকাটা তাগিদ দিয়ে আদায় করে এবং তা শরিয়তের কোন খাতেই ব্যয় হয়না। বিধায় ওশরের মত একটা ফরজ আমাদের মাঝে অনাদায় থেকে যাচ্ছে।

এ ব্যপারে আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'এক্ষুনি সংগতিপূর্ণ কাজ এই হতে পারে যে মুসলমানদের মালিকানা ভূক্ত সব জমির উপর ওশর অর্ধওশর ধার্য করতে হবে। যদি তাতে নেছাব পরিমাণ ফসল ফলে। আর ধার্যকৃত ভূমিকর (খাজনা) মালিককে তো দিতেই হবে। আর ওশর দিতে হবে জমির উৎপাদিত ফল-ফসল থেকে।

মুফতী শফি তার ইসলাম কা নেযামে আরাযী গ্রন্থে বলেন সরকারী রাজস্ব প্রদানে ওশর আদায় হবে না। তিনি বলেন, সরকার যে ভূমি রাজস্ব আদায় করে থাকে তা ওশর ও খারাজের শরিয়তি বিধি অনুসারে আদায় করেনা। ওটাকে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করার জন্য ও সরকার কোন অঙ্গিকার ঘোষনা করেনা। তাই মুসলিম সরকারের আরোপিত আয়কর অথবা সরকারী ভূমি রাজস্ব দিলেও যাকাত ওশরের ফরজ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায় না।

www.pathagar.com

মাওলানা আশরাফ আলী থানবীকে জানানো হয়েছিল যে কোন কোন আলেম সরকারী খাজনা দিলে ওশর আদায় হয়েযায় বলে অভিমত দিয়েছেন। আপনার দৃষ্টিতে সঠিক মত কোনটি? মাওলানা থানবী জবাবে বলেন, আমি তো এটাই জানি যে, এতে আদায় হয় না। যেমন আয়কর দিলে যাকাত আদায় হয় না। উক্ত আলেম গণ কিসের ভিত্তিতে একথা বলেছেন আমার জানা নেই।

মাওলানা আবদুশ শাকুর লাকনবী তার ইলমুল ফিকাহ' গ্রন্থে বলেন, সরকারী ভূমি রাজস্ব বাবদ যা দেওয়া হয় তা ওশর বলে গণ্য হতে পারে না। কেননা তা ওশরের নির্ধারিত খাতে ব্যয় হয়না। কাজেই এটা দিলে ওশর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে না।

খাজনার ব্যপারে ফিকাহ বিদদের একটি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে যে উৎপাদিত ফসলের মোট পরিমাণ থেকে খাজনা বাদ দিয়ে যদি নেছাব পরিমাণ মাত্রায় থাকে তাহলে ওশর দিতে হবে। ইয়াহ্হিয়া ইবনে আদম বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান সওরী খারাজী জমির মালিককে বলেছেন তোমার ঋণ ও খারাজ বাদ দাও। তারপর পাঁচ ওসাক ফসল অবশিষ্ট থাকলে তার যাকাত দাও। ওমর সুফিয়ান খারাজ পরিমাণ বাদ দিয়ে যাকাত নেওয়ার পক্ষপাতী অবশিষ্ট নেছাব পরিমাণ হলেই তার উপর যাকাত হবে। ইমাম আহমদের মতও এমনিই।

আল্লামা মওদুদী তার রাসায়েলে মাসায়েল গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'ওশর হিসাব করার আগে যদি কেউ ফসলের মূল্য থেকে খাজনা ও ভূমি কর দিয়ে দেয়, তাতে দোষের কিছু নেই। এটা আমার একার মত নয়, আলেম সমাজ এরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। তবুও আপনি ইচ্ছে করলে এ বক্তব্য অগ্রাহ্য করতে পারেন। বরং সমগ্র ফসলের উপর খাজনা ও ভূমিকর কর্তন না করেই ওশর দেওয়া উত্তম। এতে গরীবদের উপকার আরো বেশী হবে এবং শরীয়তের বিধানের ব্যপারে যত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করা যায় ততই ভাল।'

এখন বিষয়টি যদি আমাদের বিবেকের নিকট ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বিবেক এ বিষয়ের উপর সায় দিতে বাধ্য যে, বর্তমানে খাজনা দিয়ে কোন ভাবেই ওশরের হক আদায় হবে না। কাজেই যত দিন পর্যন্ত ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ না করে এবং সরকারী ভাবে বায়তুল মালে ওশর যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা না হয় তত দিন আমাদের কে নিজ উদ্যোগে কোরআনের বর্ণিত খাতে ওশর ব্যয়ের মাধ্যমে এ ইবাদত (ফরজ) আদায়ের ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

www.pathagar.com

বর্গা ও পত্তনী জমির ওশর

বর্গা জমির ওশরঃ

জমির মালিক ও কৃষিজীবি দু'জনে মিলে যদি একটা চুক্তির ভিত্তিতে জমি চাষ করে যেমন ফসলের এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক দেওয়ার চুক্তিতে তা হলে শর্ত মোতাবেক অংশীদারকে তার প্রাপ্ত ফসল থেকে ওশর দিতে হবে। দু'জনের মধ্যে যদি একজনের ফসল নেছাব পরিমাণ হয়, আরেক জনের নেছাব পরিমাণ না হয় তা হলে প্রথম জনকে ওশর দিতে হবে দ্বিতীয় জনকে কিছুই দিতে হবে না।

ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ বলেন দু'জনের ফসল একত্রে নেছাব পরিমাণ হলে তাদের নিজ নিজ অংশ থেকে ওশর দিতে হবে। ইমাম আবু হানিফা বলেন যে যা পেয়েছে তা থেকে ওশর আদায় করবে।

পত্তনী বা ভাড়া করা জমিতে ওশর ঃ

জমির মালিকের নিকট থেকে কেউ যদি টাকা দিয়ে জমি পত্তন বা ভাড়ায় আবাদ করে জমহুর ফিকাহবিদগমন তা জায়েজ বলেছেন। তা হলে ওশর দিবেকে? জমির মালিক না ভাড়াটে। কেননা মালিক পেয়েছে ভাড়া আর ভাড়াটে পেয়েছে ফসল, এখন ওশর- কে আদায় করবে?

এসম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন জমির মালিক ওশর দিবে। তার মুলনীতি হচ্ছে ওশর জমির হক, কৃষি কাজের হক নয়। কাজেই জমির মালিক ফসলের পরিবর্তে ভাড়া আদায় করে নিয়েছে এটা ফসলের মত উন্নয়নের লক্ষ বস্তু। এছারা মালিকানার মত নেয়ামত তার ভাগে। কাজেই ওশর তার উপর ধার্য হবে। ইব্রাহীম নখয়ী ও এমত দিয়েছেন।

জমহুর ফিকাহ বিদগণের মত ওশর দিতে হবে জমির ভাড়াটিয়াকে। কেননা ওশর ফসলের হক, জমির হক না। যেহেতু মালিক জমির ফসল পায়নি সে কি করে ওশর দিবে। ফসলের মালিক হয়েছে অন্য লোক।

এই মতপার্থক্যের কারণ হিসাবে ইবনে রুশ্‌দ বলেছেন, ওশর জমির হক না ফসলের হক এ নিয়ে মতবিরোধের আসল কারণ। কেউ উভয়ের সামষ্টিক হক এ কথা বলেননি। তিনি বলেন অথচ প্রকৃত পক্ষে এটা উভয়েরই সামষ্টিক হক। ওশর দুজনকেই দিতে হবে।

www.pathagar.com

ওশর থেকে উৎপাদন খরচ বাদ হবেনা

জমির ফসল উৎপাদনের জন্য যে ব্যয় হয় তা বাদ দিয়ে ওশর দিতে হবে কি মোট ফসলের উপর ওশর দিতে হবে এ ব্যাপারে ইবনে হাজম তার আলমুহাল্লা গ্রন্থে বলেন ফসল উৎপাদন, কাটা ও মাড়াই মাটি খনন, সার প্রয়োগ এবং এ জাতীয় অন্যান্য ব্যয় ওশর দেওয়ার আগে বাদ দেওয়া জায়েজ নয়। তার মতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানিফা এবং জাহেরিয়া মজহাবের ইমামদের ও একই মত।

হানাফী মজহাব মতে ওশর দেওয়ার পূর্বে ফসল থেকে, কোন রকম উৎপাদনী খরচ বাদ দেওয়া জায়েজ নাই। মোট ফসলের উপর ওশর দিতে হবে।

রাসায়েলে মাসায়েল গ্রন্থে মাওলানা মওদুদী লিখেন যে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি তথা ট্রাকটর থ্রাসার টিবওয়েল ইত্যাদির বিধান ও তদ্রুপ। এগুলোর মূল্য বা ভাড়ার টাকা মোট উৎপন্ন ফসল থেকে বাদ দেওয়া যাবেনা। অন্য থায় সাধারণ কৃষকের হালের বলদ ও কুয়া খননের খরচ ও বাদ না দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারেনা। টিবওয়েল বা কুয়ার কিংবা খাল-নালা সিঞ্চিত জমির সেচকর ওশর দেওয়ার আগে কর্তন করা নাজায়েজ এ কারণে যে এ ধরণের কৃত্রিম ও শ্রম সাপেক্ষ সেচের জন্য প্রথমে ওশর রেয়াত দিয়ে অর্ধ ওশর করে দেওয়া হয়েছে। অনেকে বলেন আমরা ডিপ টিবওয়েল ও ট্রাকটর এ পঞ্চাশ হাজার বা লাখ টাকা ব্যয় করেছি। এসব ব্যয়না পুশিয়ে কিভাবে ওশর দেওয়া সম্ভব? এ কথার যৌক্তিকতা মেনে নিলে তো একথাও উঠবে আমি একলাখ বা দু'লাখ টাকার জমি কিনেছি। জমির এ দাম না ওঠা পর্যন্ত ওশর নেওয়া কেন? এ ধরণের টালবাহানা একজন ব্যবসায়ী ও করতে পারে যে, আমি দোকান বা কারখানা স্থাপনে এত টাকা ব্যয় করেছি। কাজেই আমার ব্যবসায়ে আপাতত যাকাত ধার্য না হওয়া বাঞ্জনীয়। এভাবে ধনীরা নিরাপদ ও গরীবেরা বঞ্চিত হতে থাকবে।

আলমুগনী গ্রন্থকার মত দিয়েছেন যে জমিতে চাষের জন্য খালকাটা ও গর্ত খোড়ার যে কষ্ট বা অর্থ ব্যয় হয় তাতে যাকাতের হার কম করণের কোন প্রভাব রাখেনা। (অর্ধ ওশর হবে না) তার কারণ হচ্ছে জমি আবাদ করণ সংক্রান্ত কাজের সাথে এগুলো জড়িত এবং তা প্রতি বছরে বার বার করার প্রয়োজন হয় না।

www.pathagar.com

ওশর এক ফসলে একবার দিতে হয়

আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, কৃষি ফসল ও ফলফলাদির ওশর আদায় করার পর বছর অতি বাহিত হলেও আর বার বার ওশর দিতে হবে না। অর্থাৎ কৃষি ফল ফলাদিতে ওশর ফরজ হয় তাতে আর কিছু ফরজ হবেনা তা যদি মালিকের হাতে কয়েক বছর ধরে মজুদ থাকে। কেননা যেসব ফসল ও ফল সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে তা প্রবৃদ্ধি বঞ্চিত ধ্বংশ ও বিনাশ মান। আর যাকাততো বর্ধনশীল ধনমালে ধার্য হয়ে থাকে। কেউ জমাকৃত শস্য বিক্রি করে যদি জমি ক্রয় করে তাহলে তার উক্ত টাকার যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার উক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসল থেকে ওশর আদায় করা হবে। এ ব্যপারে ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে।

যেসব ব্যবসায়ী পন্য কিনে পুঁজি করে রাখে ও মূল্য বৃদ্ধির আশায় বসে থাকে তারা সেই সব জমি ক্রয় কারীর মত যারা জমি খরিদ করে রাখে তার মুল্য বৃদ্ধি পাবে এই আশায়। তাদের পণ্যের উপর প্রতি বছর যাকাত ধার্য হবেনা। তারা যদি নেছাব পরিমাণ টাকার মাল বিক্রয় করে তা হলে তার উপর যাকাত ফরজ হবে এক বছরের জন্য। যদিও এপন্য তার হাতে বিক্রয়ের পূর্বে বেশ কয়েক বছর ধরে জমা ছিল। কেননা সব আটকে রাখা পণ্য একবারই মাত্র মুনাফা দিয়েছে তাই একবারই যাকাত ফরজ হবে।

সম্পদ মালিকের হাতে একটি বছর পূর্ণ থাকলে যাকাত তার উপর ফরজ হবে। নগদ সম্পদ ও ব্যবসায়ের পণ্য সম্পর্কে এ শর্ত আরোপিত হয়েছে। বলাযায় এ হচ্ছে মুলধনের যাকাত। কিনতু কৃষি ফসল ফল ফলাদি, মধু খনি ও গচ্ছিত ধন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক বছরের মালিকানার কোন শর্ত নেই। কেননা তা হলো উৎপাদনের যাকাত।

বৎসরে যত বার ফসল উৎপাদিত হবে ততবার ওশর দিতে হবে। কারণ উৎপাদিত ফসলের যাকাত ওশর। এবং তা প্রতিবারের ফসল থেকে আদায় করা ফরজ।

www.pathagar.com

ওশর আদায়ের যৌক্তিকতা

ওশর ফসলফলের যাকাত। তাই নামাজ রোজার মত এ ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ইহা একটি অর্থনৈতিক ইবাদত যার সংগে সমাজের দুঃস্থ অনাথের সম্পর্ক। এর মাধ্যমে তাদের দুমুটো অন্নের যোগার হয়। এছাড়া সমাজের আরো কিছু বিষয়ের প্রতি এর গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। নামাজ রোজা না করলে আল্লাহর নাফর মানি করা হয়। আর যাকাত ওশর না দিলে আল্লাহর নাফর মানিতো হয় তার সাথে সামাজিক হক ও নষ্ট করা হয়। কাজেই যাকাত আদায় না করলে শক্ত গুনাহ এমন কি দ্বিগুন অপরাধী হওয়ার যৌক্তিকতা এড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অনেকে ওশরকে জুলুম মনে করেন। কেউ কেউ ওশর না দেওয়ার বাহানা খুজে বেড়ায়। কেউবা বলেন আমরা খাজনা দেই কাজেই ওশর দেওয়া লাগবেনা আবার কেউবা বলেন খাজনা ও দিব আবার ওশর দিব তাহলে তো দ্বিগুণ ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছি।

একটু চিন্তা ভাবনা করলে বিষয়টি আমাদের নিকট পরিস্কার হয়েযাবে। যেমন আমরা ইরি মৌসুমে জমির উৎপাদিত ফসলের ২০ ভাগের একভাগ ওশর দেই। আর আমন মৌসুমী দিয়ে থাকি সাধারণত ১০ ভাগের এক ভাগ। বিষয়টি যদি এ ভাবে উপলদ্ধি করা যায় যে ইরি মৌসুমে ১ বিঘা (৩৩ শতক) জমিতে পানি সেচার জন্য আমরা ৪৫০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা পর্যন্ত পানির দাম দিয়ে থাকি। যার কারণে ওশরের পরিমাণ কমিয়ে অর্ধ ওশর অর্থাৎ ২০ মনে ১ মন ওশর ধার্য করা হয়েছে। আর আমন মৌসুমে আসমানের পানি দিয়ে ফসল উৎপন্ন হয় বলে ১০ মনে ১ মন দিতে হয়। এখানে আল্লাহ পাক যদি বলতেন তোমরা ইরি মৌসুমে আবাদের জন্য পানি যে দামে কিনে ছিলে আমন আবাদে আমাকে সেই পানির দামটা দিয়ে দাও। তাহলে এ দাবীকে তো অযৌক্তিক বলা যাবে না। অথচ ইসলামের দাবী হলো ফসল উৎপন্ন হলে তার দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর অংশ। ফসল না হলে অংশের দাবী নেই। এটাতো আল্লাহ পাক আমাদের উপর ইহসান করেছেন। যারা এটাকে জুলুম মনে করেন তারা ফসলের হক কিভাবে আদায় করবেন এবং আল্লাহর নাফরমানি থেকে কিভাবে বাঁচবেন সেটা ভাবার বিষয়।

www.pathagar.com

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۝ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۝

মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি নজরদেয়। আমি প্রচুর পানি ঢেলেছি। এদিকে মাটিকে ভীষণ ভাবে মথিত করেছি। অতপর তাতে উৎপাদিত করেছি শস্য আঙ্গুর। তরিতরকারী জয়তুন, খেজুর বাগিচা আর হরেক রকমের ফল ও উদ্ভিদ খাদ্য তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের গবাদি পশুর জন্যে জীবিকার সামগ্রী রূপে। (সুরা আবাসা ২৪-৩২)

যারা জমির খাজনাও দিব আবার ওশরও দিব এ যুক্তি দেখিয়ে ওশর থেকে নাজাত পেতে চায় তারা যদি একটু গভীর ভাবে চিন্তা করেন তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন যে ওশর ও খাজনার সম্পর্ক এক বিষয় নয়। ওশর ব্যয়ের যে আটটি খাত আছে তার কোন একটিতেও কি খাজনার টাকা খরচ হয়? খাজনার টাকা সরকার রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ইচ্ছামত খরচ করেন। কোরআনের বর্ণিত কোন খাতেই ব্যয় হয় না। তা হলে খাজনা দিয়ে কিভাবে ওশরের হক আদায় হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা মওদুদীর একটি উদ্বৃতি তিনি রাসায়েলে মাসায়েলে দিয়েছেন যে জমির উপর আজকাল যে কর ধার্য হয়েথাকে তার পিছনে খারাজ বা ওশরের চেতনা বিন্দুমাত্রও কার্যকরী নেই। এই করকে ওশর বা খারাজ নাম দিয়ে কোন জমিওয়ালা যদি ওশর দিতে অস্বীকার করতে পারে তাহলে একই পন্থায় একজন পুঁজি পতি এবং শিল্পপতি ও বলতে পারে যে, আমি আমার পুঁজি বা সম্পদের উপর যে বিভিন্ন ধরণের কর দিয়ে থাকি, তাতেই আমার যাকাত আদায় হয়ে যায়। এর ফল দাঁড়াবে এই যে, সরকারের প্রাপ্য সরকার ঠিকই পেয়ে যাবে কেবল আল্লাহর প্রাপ্য টাই বাঁকী থেকে যাবে।

আমরা জমিতে যে ফসল উৎপন্ন করি তারজন্য আমাদের কৃষান খাটাতে হয়। জমি চাষের মূল্য দিতে হয়। পানি সেচের জন্য খরচ করতে হয় তারপর বীজ, কীটনাশক, সার ইত্যাদি ব্যয়ের পর যদি কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগ না হয়

www.pathagar.com

তা হলে ফসল ঘরে ওঠে এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে জমিতে আমরা এত কিছু খরচ ও পরিশ্রম করি তারপরও প্রাকৃতিক দূর্যোগের একটা ভয় আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখে। এ ভয় থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যদি কোন গ্রামের কৃষক কুল তাদের মাঠের চারিধারে প্রাচীর এবং উপরে ছাদ দেয় এ ধারনায় যে এত কিছু ব্যয় করার পরও অতি বৃষ্টি, শীলা বৃষ্টি, অতি খরা ঝড় ঝাপটা ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায়। তা হলে কি আমাদের ফসল নিরাপদে থাকবে নাকি আমরা ফসল ফলাতে পারবো। আপনারা সবায় একবাক্যে বলবেন, অসম্ভব, অসম্ভব। কিছুতেই ফসল হবে না। কারণ আলো, তাপ, শিশির, মুক্ত বাতাস ইত্যাদির অভাবে ফসল বিনীষ্ট হবে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আমরা যে ফসল ফলাই তাতে আল্লাহ পাক কিছু করেন।

কুরআনুল করিমে বলা হয়েছে-

أَ فَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ ○ أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ ○ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا ○ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○ إِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছ, তোমরা যে বীজ বপন কর তা দিয়ে তোমরাই কি ফসল ফলাও না এসবের ফসল ফলানোকারী আমি? আমি চাইলে এ ফসলগুলোকে ভুষি বানিয়ে দিতে পারতাম, আর তোমরা নানা কথা বলতে যে আমাদের উপর তো উল্টা চাবুক পড়েছে। বরং আমাদের ভাগ্যই মন্দ হয়ে গেছে। (ওয়াকেয়া ৬৩-৬৭) আরো বলা হয়েছে--

وَ أَرْسَلْنَا الرِّيٰحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنٰكُمُوْهُ وَ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِيْنَ ○

ফলদায়ক বায়ু আমি-ই পাঠাই। পরে পানি বর্ণন করি। আর সেই পানি দ্বারা সিক্ত করি। এ সম্পদের খাজাঞ্চি তো তোমরা নও। (হিজর-২২)

একথা যখন আমরা স্বীকার করলাম তখন বিষয়টি আমাদের জন্য আরো সহজ হলো যে এখন যদি আল্লাহ দাবী করতেন যে তোমরা ফসলের জমিতে যে

www.pathagar.com

খরচ কর যেমন কৃষান, হালচাষ, সেচ সার ইত্যাদি বাবদ তেমনি আমার আলো বাতাস, তাপ, শিশির, বৃষ্টি এগুলোর খরচ টা দিয়ে দাও। তা হলে এ দাবী করাটা কি অসঙ্গত হতো। অথচ আল্লাহর দাবী যদি ফসল হয় তা হলে ওশর দিবে। না হলে তো নাই। কিন্তু ফসল না হলেও আপনার ফসলের যে খরচটুকু উপরে বর্ণনা করেছি তা থেকে রেহায় পাননা এর পর ও ওশর সম্পর্কে বুঝের ঘাটতি থাকার কথা নয়।

ওশরের নেছাব

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের মাল হওয়া অপরিহার্য্য শর্ত বিশেষ। ফেকার পরিভাষায় তাকেই নেছাব বলে। যেমন হাদিসে বলা হয়েছে পাঁচটির কম উট চল্লিশটির কম ছাগলে যাকাত নেই। অনুরূপ ভাবে দুইশত রৌপ্য মুদ্রার কম ও ফসলের পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণের উপর যাকাত নেই।

ফসল ও ফলের নেছাব ধার্য্য করা হয়েছে পাঁচ ওসাক। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণের উপর কোন যাকাত হয় না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম আবু হানিফার মত হল পরিমাণে কম হোক বেশী হোক জমিনে যা উৎপাদিত হবে তার ওশর দিতে হবে। এ ব্যপারে তার পরিমাণের কোন নেছাব নেই। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বৃষ্টিতে সিক্ত সব জমির ফসলেই ওশর হবে।

ইব্রাহীম নখয়ী ও ইয়াহইয়া ইবনে আদম বর্ণনা করেন জমির ফসল যা হবে তাতে ওশর বা অর্ধ ওশর দিতে হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস বসরার অধিবাসীদের নিকট থেকে রসুন, পেয়াজের পর্যন্ত যাকাত আদায় করতেন। ইবনে হাজম, মুজাহিদ হাম্মাদ ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইব্রাহীম নখয়ীর উপরোল্লেখিত মতের উপর মতামত পাওয়া যায়।

দাউদ জাহেরী বলেছেন, যা পাত্র দিয়ে মাপা যায় তার পরিমাণ পাঁচ ওসাক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত হবে না। তুলা জাফরান ও শাক শবজীতে পরিমাণ যাই হোক ওশর ধার্য হবে।

হাদিসের বর্ণনা মতে পাঁচ ওসাক অথবা তদুর্দ্ধ ফসল উৎপন্ন হলে হিসাব করে তার ওশর দিতে হবে।

www.pathagar.com

ওসাক কি?

ষাট ছাতে এক ওসাক। পাঁচ ওসাকে তিনশত ছা। ছার হিসাবে আমরা ফিতরা ও দিয়ে থাকি। এই ছার পরিমাণ আমাদের দেশীয় ওজনে কত তা জানতে হবে। একছা সমান চার মুদ। হাদিসে বর্ণিত আছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এক ছা পানি দিয়ে গোসল করতেন আর এক মুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন।

একমুদ হলো সাধারণ মানুষের পূর্ণ দুই মুঠ পরিমাণ। মদিনা বাসীরা ছিলেন কৃষিজীবি। তারা ফলফসলের উৎপাদন করতেন আর তা মাপা হতো পাত্রর 'কায়ল' দ্বারা। আর মক্কা বাসীরা ছিলেন ব্যবসায়ী তাদের মাঝে চালু ছিল 'মিজান' দাড়িপাল্লার ওজন।

হযরত ইবনে ওমরের একটি হাদিস দাড়িপাল্লার (মিজান) ওজন চলবে মক্কা বাসীদের জন্য আর পাত্রের (কায়েল) মাপ চলবে মদিনাবাসীদের জন্য।

اَلْمِيْزَانُ مِيْزَانُ اَهْلِ مَكَّةَ وَ الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةَ –

ছার পরিমাণ

ছার পরিমাণ দুইভাবে নির্ধারিত হয়েছে। মদীনায় প্রচলিত ছার পরিমাণ হলো ৫ ১/৩ রতল। আর ইরাকী ছার পরিমাণ হলো আট রতল। হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) মদিনার পরিমাপ ব্যবস্থাকে মানদন্ড হিসাবে ঘোষনা করেছেন যেহেতু ছার পরিমাণ এক হওয়ার কথা কিনতু দ্বিমত হলো কেন এর একটি সুষ্ঠ আলোচনা আসা দরকার।

ইমাম আবু হানিফা ও তার অনুসারী ইরাকের অধিবাসীরা ছার পরিমাণ আট রতল করেছেন। আর হিজাজের অধিবাসীরা ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদ ছার পরিমাণ করেছেন ৫ ১/৩ পাঁচ রতল ও এক রতলের তিন ভাগের এক ভাগ।

ইরাকীদের দলিল

হাদিসে আছে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) একমুদ পানি দিয়ে ওজু করতেন আর এক ছা পানি দিয়ে গোসল করতেন। অপর হাদিসে আছে তিনি আট রতল পানি দিয়ে গোসল করতেন। আর একটি হাদিসে আছে তিনি দুই রতল পানি দিয়ে ওজু করতেন। তাহলে আট রতল সমান এক ছা ও দুই রতল সমান এক মুদ হয়।

ইরাকী ফিকাহ বিদগন বলেন তাদের পরিমাপ টা হযরত ওমর (রাঃ) ব্যবহৃত ছারমত। আর সে ছাতে আট রতল পরিমাণ হতো।

www.pathagar.com

হেজাজীদের দলিল

হযরত রাসুলুল্লাহ (সাঃ) থেকে পরম্পর যে ছা চালু হয়ে এসেছে তার পরিমাণ ৫ ১/৩ পাঁচ রতল ও এক তৃতীয়াংশ যা মদিনায় প্রচলিত ছা। আর হাদিসে মদিনার পরিমাণকে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

বিষয়টি আরো পরিস্কার হওয়ার জন্য ইমাম আবু ইউসুফ যখন খলিফা হারুনুর রশীদের প্রধান বিচারপতি ছিলেন তখন খলিফার সাথে এ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তিনি মদিনায় গিয়ে বিষয়টি উৎঘাটন করেন।

তিনি বলেন. আমি মদিনায় গিয়ে ছা সম্পর্কে জানতে চাইলাম তারা বললো, আমরা যে ছা ব্যবহার করি এটাই রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহৃত ছা। আমি জিজ্ঞেস করলাম তার প্রমাণ কি? লোকেরা বললো আগামী কাল তার প্রমাণ পেশ করা হবে। পরেরদিন আনছার ও মুহাজির বংশের বৃদ্ধ বয়সের প্রায় পঞ্চাশ জন ব্যক্তি উপস্থিত হলেন তারা চাদরের ভিতর থেকে প্রত্যেকেই একটি করে ছা পাত্র বের করে বললেন, আমাদের পূর্ব পুরুষ থেকে ব্যবহার করে আসা এই ছা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহার করেছেন।

আমি তাকিয়ে দেখলাম সব পাত্রগুলো সমমানের। অনুমান করলাম তা পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ রতল সামান্য বেশ কম সহ। বিষয়টি আমার কাছে খুব শক্ত ও অনস্বীকার্য হয়ে উঠলো, অতপর আমি ছার ব্যপারে ইমাম আবু হানিফার মতামত ছেড়ে দিয়ে মদিনা বাসীদের কথা গ্রহণ করলাম।

এই কাহিনী বর্ণনাকারী হুসাইন বলেছেন আমি এ বিষয়ে আরো অনেকের সাথে আলোচনা করেছি। ইমাম মালেক কেও জিজ্ঞেস করেছি তিনি বলেছেন এ ছা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ব্যবহৃত ছা। আর বললাম এটা কয় রতলের হবে তিনি বললেন এটা তো ওজন (দাড়িপাল্লায়) করা হয়না।

ইমাম হাম্বল বলেছেন আমি ছা ওজন করেছি, তা ৫ ১/৩ পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ রতল পরিমাণ হয়।

www.pathagar.com

দ্বিমত সম্পর্কে মতামত

ইমাম ইবনে তাইমিয়া দু'টো মতের সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন আসলে এখানে দু'ধরনের ছা প্রচলিত ছিল, একটি খাদ্য শস্য মাপার ও অপরটি তরল জাতীয় জিনিস মাপার জন্য। খাদ্য মাপার ছা পাঁচ ও এক তৃতীয়াংশ হত আর পানি মাপার ছা আট রতল হত। এ ব্যাপারে বর্ণনা ও রয়েছে।

আলী পাশা মুবারক এ ব্যাপারে বলেন যে ইরাকী আলেম ও আরব আলেম গণের মত পার্থক্যের কারণ হলো ইরাকী আলেমগণ ছাতে যে পরিমাণ পানি ধরে তার হিসাব ধরেছেন আর আরব আলেমগন যে পরিমাণ শস্য দানা ধরে তার মাপ ধরেছেন। তিনি বলেছেন শস্যদানা ও পানির ওজনের মধ্যে ৩ঃ৪ এর ব্যবধান রয়েছে। তাই যদি এ ভাবে হিসাব করা হয় তাহলে দেখা যাবে এক ছা শস্য দানা ও পানির ওজন প্রায় দুটো মতের কাছাকাছি এসে যায়। তিনি বলেন ইরাকী অর্থাৎ হানাফী মতালম্বীরা ছাতে যতটা পানি ধরে সেটা গণ্য করেছেন আর অন্যান্যরা ছাতে যতটা শস্য দানা ধরে সেটা গণ্য করেছেন।

কিলোগ্রামের বর্তমান হিসাব

বর্তমানে আন্তর্জাতিক মান হিসাবে সারা দুনিয়ায় কিলো গ্রামের হিসাব চালু হয়েছে। এর পূর্বে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাপ পদ্ধতি চালু ছিল যেমন আমাদের দেশে আগে ৬০ তোলায় ও ৮০ তোলায় সেরের হিসাব ছিল বর্তমানে তা রহিত করে কিলোগ্রামের হিসাব চালু করা হয়েছে।

ওশরের নিছাব পাঁচ ওসক বা তিনশত ছা। ৫ ১/৩ রতলে ছা হিসাবে কিলো গ্রামের হিসাব দাড়ায় প্রায় ৬৫৩ কেজি। আল্লামা ইউসুফ কারযাভী তার ফিকহুয যাকাত গ্রন্থে মিশরীয় ও বাগদাদী রতলের সমন্বয় করে আল্লামা শায়খ আলী আঝুরীর একটি সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। আল্লামা আলী মুবারক মিশরীয় রতলের ১ছা সমান ২.১৭৬ কিলোগ্রামের সমান বলেন। এই পরিমাপ হিসাবে ৫ ওসাক অর্থাৎ ৩০০ ছা সমান ২.১৭৬ × ৩০০ = ৬৫২, ৮০০ = ছয়শ বাহান্ন কেজি আটশ গ্রাম অর্থাৎ প্রায় ৬৫৩ কিলোগ্রাম। বিভিন্ন দেশের ফসল উৎপাদনের ধরন ও পরিমাপের বিভিন্ন কারণে সেই অনুপাতে নেছাব নির্ধারণ হবে।

www.pathagar.com

ইমাম গাজ্জালী বলেছেন শস্যের ক্ষেত্রে খোসা পরিস্কার করা দরকার। তবে যে শস্য খোসা না ছাড়িয়ে জমা রাখা যায় তার খোসা ছাড়ানোর জন্য মালিককে বাধ্য করানো ঠিক হবেনা।

কোন কোন ফেকাহবিদ খোসা ওয়ালা জিনিসের নেছাব দ্বিগুণ ধরেছেন তবে প্রত্যেক প্রকারের ফসলের অবস্থা ভিন্ন। তাই অভিজ্ঞ আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নেওয়া ভাল। যেমন আমাদের দেশে ধান উৎপাদন হয় বেশী। চাউলের হিসাবে ধান ধরতে হলে দেড়গুণ ধরতে হয়। অর্থাৎ ৯৮০ কেজি নেছাব হয়। আবার গম, আলু, সরিসার হিসাব ৬৫৩ কেজি তে রাখা যায়।

সবচেয়ে ভাল হয় কোরানের এ আয়াতের প্রতি লক্ষ দিলে "তোমরা ব্যয় কর তোমাদের উপার্জন এবং তোমাদের জন্যে জমি থেকে যা উৎপাদন করে দিয়েছি তা থেকে। (বাকারা) ইমাম আবু হানিফা এ আয়াতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যা কিছু উৎপন্ন হয় তা থেকে ওশর আদায় কর।

ওশর যাকাতের ব্যয়খাত

ওশর যাকাতের ব্যয় সম্পর্কে আল্লাহ পাক কোরআনুল করিমে ঘোষনা করেন

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنَ وَ الْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

সাদকা হলো ফকির, মিসকীন, যাকাত বিভাগের কর্মচারী যাদের মন আকৃষ্টকরা প্রয়োজন, মুক্তিকামী দাস, ঋণগ্রস্থ, আল্লাহর পথে ও মুসফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ফরজ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাবান। (তও বা ৬০)

কোরআনের আলোকে যাকাত ওশরের ব্যয় ক্ষেত্র ৮টি-

১) দরিদ্র বা ফকির ২) মিসকিন ৩) যাকাত বিভাগের কর্মচারী ৪) মনজয় করার প্রয়োজনে ৫) ক্রীতদাস মুক্তিপন ৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ৭) আল্লাহর পথে ৮) মুসাফির।

www.pathagar.com

যাকাত এই আট খাতে ব্যয় করা যেতে পারে তার বাইরে নয়। হযরত যিয়াদ বিন হারেস একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি হাজির হয়ে বললো, যাকাত থেকে আমাকে কিছু দিন। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ যাকাত ব্যয় করার খাতগুলো কোন নবীর উপর ছেড়ে দেননি আর না কোন অনবীর উপর। বরঞ্চ তিনি স্বয়ং তার ফায়সালা করে দিয়েছেন। তার আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তুমি যদি এখাতগুলোর মধ্যে পড় তাহলে অবশ্যই তোমাকে যাকাত দিয়ে দিব।

খাতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ

১. **ফকীর** যে সামান্য সম্পদের মালিক। নারী হোক পুরুষ হোক জীবন ধারণের জন্য অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে অপারগ, অক্ষম, অভাবী দুঃস্থ ব্যক্তিরা শামিল। পংগু এতিম শিশু, বিধবা, স্বাস্থ্যহীন, দূর্বল বেকার এবং যারা দূর্ঘটনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের স্বীকার এধরণের ব্যক্তিদের সাময়িক ভাবে যাকাতের খাত থেকে সাহায্য করা যেতে পারে। প্রয়োজনে স্থায়ী ভাবে ভাতা ও নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. **মিসকীন**, ইমাম আবু হানিফার মতে মিসকীন তারাই যাদের কিছুই নেই। অন্যান্যদের মতে কিছু সম্পদ আছে কিন্তু লজ্জা সম্মানের ভয়ে কারো কাছে হাত পাতে না। জীবিকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা, পরিশ্রম করার পর ও দুমুঠো ভাত যোগার করতে পারে না তবুও নিজের কষ্টের কথা কাউকে বলেনা।

হাদীসে মিসকীন সম্পর্কে বলা হয়েছে-

اَلَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَ لَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ وَ لَا يَقُوْمُ فَيُسْأَلُ النَّاسَ –

- যে ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পায়না আর না তাকে বুঝতে বা চিনতে পারা যায় (তার আত্ম সম্মানের জন্য) যার জন্য লোকেরা তাকে আর্থিক সাহায্য করতে পারে। আর না সে লোকদের কাছে কিছু চায়। (বুখারী মুসলিম)

৩) **যাকাত বিভাগের কর্মচারী** যারা যাকাত আদায় সংরক্ষন বন্টন ইত্যাদি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাদের বেতন যাকাত থেকে দেওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৪) **মনজয় করা প্রয়োজন** অর্থাৎ ইসলামের জন্য যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের উদ্দেশ্যে এখান থেকে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে।

নবীকরিম (সাঃ) এর জামানায় বহু লোককে মনজয় করার উদ্দেশ্যে বৃত্তি বা দান দেওয়া হত একথা সর্বজন সম্মত। কিন্তু রাসুলের পরবর্তী কালেও এখাতে ব্যয় করা যায় কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ হয়।

ইমাম আবু হানিফা ও তার সাথীদের মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ) খেলাফত কালে এই খাত নাকচ করা হয়েছে। অতএব এখন মনজয় করার জন্য কিছু দেওয়া জায়েজ নয়। ইমাম শাফেয়ীর মত এই যে ফাসেক মুসলমানকে মনজয় করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে। অন্যান্য ফকীহদের মত "মনজয়" এর খাত এখনো কার্যকর যদি তার প্রয়োজন হয়।

হানাফীদের দলিলের বর্ণনা। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর উয়ায়না ইবনে হিবন ও আকরা ইবনে হাবিস হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট একখন্ড জমিন চায়। তিনি তাদেরকে দানপত্র লিখেদেন। তারা চাইছিল অন্যান্য সাহাবীদের স্বাক্ষর হলে বিষয়টি মজবুত হত। কিছু স্বাক্ষর ও হলো। তারপর যখন হযরত ওমরের (রাঃ) স্বাক্ষর নিতে গেল তখন তিনি দানপত্র পড়ে তাদের চোখের সামনে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। এবং বললেন রাসুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের মনজয় করার জন্য এরূপ দিতেন সত্য কিন্তু তখন ইসলামের দুর্বল অবস্থার সময়। আর এখন আল্লাহ ইসলাম তোমাদের মুখাপেক্ষী করে রাখেননি। এঘটনার পর তারা খলিফা আবু বকরের নিকট অভিযোগ করে বলে খলিফা কি আপনি'না ওমর। কিন্তু না? হযরত আবু বকর (রাঃ) কিছু বললেন আর না সাহাবীগন হযরত ওমর (রাঃ) থেকে ভিন্ন মতপোষন করলেন। হানাফীগণ এর ভিত্তিতে বলেন যে মুসলমান সংখ্যায় যখন বিপুল হয়ে গেল। এবং নিজেদের পায়ের উপর শক্ত ভাবে দাঁড়ানোর যোগ্য হলো তখন যে সব কারণে মনজয়ের অংশ নির্দিষ্ট ছিল সেসব কারণ আর বাঁকী থাকলো না। একারণে সাহাবীদের ইজমার ভিত্তিতে মনজয়ের খাত রহিত হয়ে গেল।

ইমাম শাফেয়ীর অভিমত ইসলামী হুকুমতের নিকট যখন অন্যান্য খাত যতেষ্ট পরিমাণ থাকবে তখন যাকাতের টাকা মনজয়ের খাতে ব্যয় করা উচিত

www.pathagar.com

নয়। কিন্তু যখন যাকাতের টাকা এখাতে খরচ করা প্রয়োজন হয়ে পরবে তখন ফাসেক কে দেওয়া যাবে আর কাফেরকে দেওয়া যাবেনা এমন পার্থক্য করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। কারণ কোরআন পাকে মুয়াল্লাফাতুল কুলুব এর খাতে যে অংশ রাখা হয়েছে তা লোকদের ইমানের দাবীর কারণে নয় বরং ইসলামের নিজের কল্যাণের প্রয়োজনে তাদের মনজয় করা আবশ্যক। আর তারা এমন লোক যে অর্থ দিয়েই তাদের মনজয় করা যেতে পারে। এই প্রয়োজন ও অবস্থা যখনই দেখা দিবে তখনই ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান এই খাতে ব্যয় করার অধিকারী হবে। (তাফাহীমুল কোরআন সুরাতওবা)

৫) **দাসের মুক্তিপনঃ** অথাৎ যে কৃতদাস তার মালিককে অর্থ প্রদানে বিনিময়ে মুক্তি লাভের চুক্তি বদ্ধ হয়েছে।

৬) **ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তি এমন ঋণ গ্রস্ত** যে নিজের মালদ্বারা ঋণ পরিশোধ করলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা দ্বারা তার উপর যাকাত ফরজ হবেনা। সে উপার্জন শীল হোক বা বেকার রোজগারহীন হোক। ফকীর রূপে পরিচিত হোক বা ধনীরূপে তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে সাহায্য করা যাবে।

তবে যথেষ্ট সংখ্যক ফিকাহবিদদের মত যদি কোন ব্যক্তি অসৎ কাজে বা অপব্যায়ের দরুন ঋণ গ্রস্থ হয়ে পরে তাহলে সে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে সাহায্য করা যাবে না।

৭) **আল্লাহর পথে** (ফি সাবিলিল্লাহ) বলতে মুফাস্সিরে কেরামগণ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে বুঝিয়ে ছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ) তার বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে জালালাইনে যারা জিহাদের কাজে নিয়োজিত আছে বলেছেন। আল্লামা শায়েখ ইসমাইল (র) শাহ আব্দুল কাদের দেহলবী প্রমুখ বুজর্গগন ফি সাবিলিল্লাহ বলতে একই কথা বুঝিয়েছেন। ইমাম আবু ইউছুফ সম্পদহীন মুজাহিদ বলেছেন।

বিহারের ইমারতে শরীয়ার নেতা মাওলানা আব্দুস সামাদ রাহমানী তার কিতাবুল ওশর ওয়ায যাকাত গ্রন্থে ইসলামী তৎপরতায় নিয়োজিত লোকদেরকে ফি সাবিলিল্লাহর আওতাভূক্ত করেছেন।

মাওলানা ইসলাহী ও মাওলানা আব্দুল গাফফার হাসানের পরামর্শ ক্রমে মাওলানা মওদুদী সরকারের এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছিলেন ফী সাবিলিল্লাহ অর্থ

www.pathagar.com

আল্লাহর পথে জিহাদ, চাই তা অস্ত্র দ্বারা হোক অথবা কলম, মুখ বা হাত পায়ের শ্রম ও ছুটাছুটির মাধ্যমে হোক। তিনি তাফহীমে বলেন, জিহাদফী সাবিলিহর চেষ্টা সাধনা ও সংগ্রামে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের সফর খরচ হিসাবে, যানবাহন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, অস্ত্র-শস্ত্র সাজ সরঞ্জাম ও দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যেতে পারে সে লোক নিজে সচ্ছল অবস্থার হলে এবং ব্যক্তিগত ভাবে সাহায্যের কোন প্রয়োজন না হলেও এতে কোন দোষ নেই।

প্রাচীন ইমামদের মতে এরছারা শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের প্রচার প্রতিষ্ঠা ও ইসলামী দেশ সমূহের প্রতিরক্ষার জন্য পরিচালিত চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতা বুঝায়। ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহর পথ অনেক। যে সব নেক ও ভাল কাজে খোদার সন্তোষ আছে তা সবই এর অন্তর্ভূক্ত।

৮. **মুসাফির পথিক** যার নিজের আবাস স্থলে অর্থ আছে কিন্তু যেখানে সফরে আছে সেখাসে সে বিপদ গ্রস্ত নিঃস্ব। তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে।

কোন কোন ফকীহ শর্ত আরোপ করেছেন যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজ বা খোদাদ্রোহীতার কাজে বিদেশ যাত্রা করেনি আয়াতের দৃষ্টিতে কেবল তারাই সাহায্য পাবে। কিন্তু কোরআন হাদিসে এমন কোন শর্তের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মূলত দ্বীনের আসল আদর্শ ও শিক্ষা হতে আমরা এটাই জানতে পারি যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে সাহায্যের যোগ্য হলে সে পাপী বা গুনাহ্ গার তাকে সাহায্য দেওয়া যাবে না এমন হতে পারেনা বরং সঠিক কথা এই যে পাপী গুনাহগার ও নৈতিক অধঃ পতিত ব্যক্তিদের সংশোধনের একটি বড় উপায় হলো বিপদের সময় তাকে সাহায্য করা ভাল ব্যবহার দ্বারা তার নফস্‌কে পাক ও পবিত্র করার চেষ্টা করা। (তাফহীম সুরা তওবা)

উপরোক্ত আটটি শ্রেণীতে যাকাত ওশরের অর্থ ব্যয় করতে হবে। ইমাম কুদুরী বলেন মালিকের এখতিয়ায় আছে প্রতিটি শ্রেণীতে দেওয়া অথবা যে কোন একটি শ্রেণীতে দান করার। ইমাম শাফেয়ী বলেন কমপক্ষে প্রত্যেক শ্রেণীর তিনজনকে না দিলে যাকাত আদায় হবে নাঁ।

www.pathagar.com

ওশরের কয়েকটি মাসয়ালা

-প্রত্যেক জমির উৎপন্ন ফসলে ওশর কিংবা অর্ধ ওশর দেওয়া বাধ্যতামূলক যদি জমির মালিক মুসলমান হয় এবং উৎপন্ন ফসল নিসাব পরিমাণ হয়। জমি খারাজযোগ্য হোক অথবা ওশর যোগ্য হোক এবং জমি ফসলের মালিকানা ভূক্ত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় ওশর অথবা অর্ধওশর বাধ্যতামূলক। - **ফাতোয়ায়ে নাযীরিয়া**

- বছরেরকতক অংশে কোন জমি নদীর পানি অথবা বৃষ্টির পানিতে ভিজিয়ে থাকে এবং কতক অংশ যন্ত্র দ্বারা সেচের মাধ্যমে ভিজানো হয় তা হলে বেশীর ভাগটা হিসাবে ধরতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন ফসল কিছুটা সেচ কিছুটা বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা ফলানো হয় তা হলে অনুমান করে দেখতে হবে কোনটার পরিমাণ বেশী। যদি বৃষ্টি বা নদীর পানির পরিমাণ বেশী হয় তাহলে ওশর আর যদি সেচের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে অর্ধওশর ওয়াজিব হবে। -**বাদায়ে সানায়া**

- এখন আমাদের জমি গুলোকে বিতর্কিত ধরে নিলেও আসলে তা যদি ওশর যোগ্য হয়ে থাকে, তবে হানাফী মতানুসারে ঐসব জমিতে ওশর পাওনা থেকে যাবে চাই তা থেকে খারাজ আদায় করা হোক বা না হোক। তাই সতর্কতা ও খোদাভীতির দাবী হলো, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের খাতিরে ফসলী জমিতে মালিক মুসলমান মাত্র-ই-যেন ওশর দিয়ে দেয়। -- রাসায়েলে মাসায়েল

- ওশরের ক্ষেত্রে ভূমির মালিক হওয়ার শর্ত নেই। সুতরাং মালিকের অবস্থা তথা সচ্ছলতার শর্ত আরোপের তো প্রশ্নই আসেনা। এ কারণেই বর্ষপূতির শর্ত আরোপ করা হয় না। কেননা এ শর্তের উদ্দেশ্য হলো বৃদ্ধির সুযোগ। অথচ এটা তো সম্পূর্ণই বাড়তি সম্পদ। - **আল হেদায়া**

- কোন দেশ কাফিরদের অধিকারে ছিল এবং তারাই সেখানে বসবাস করছিল। তারপর মুসলমানেরা আক্রমন করে যুদ্ধের মাধ্যমে সে দেশটিকে দখল করে নিল এবং সেখানে দ্বীন ইসলাম প্রচার করলো এবং মুসলিম বাদশাহ কাফেরদের কাছ থেকে সবজমি নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিল। এরূপ জমিকে শরীয়তে ওশরী বলা হবে। যদি সে দেশের অধিবাসীগণ সকলেই সেচ্ছায় বিনা যুদ্ধে মুসলমান হয়ে থাকে, তবুও সেখানকার সব জমিকে ওশরী জমি বলা হবে। ---**বেহেশতী জেওর**।

www.pathagar.com

--ওশর মোট উৎপাদিত ফসলের আদায় করতে হবে। ওশর আদায়ের পর অবশিষ্ট ফসল থেকে কৃষির যাবতীয় খরচ বহন করতে হবে। যেমন কারো জমিতে ত্রিশমন ফসল হলো। এক দশমাংশ হিসাবে তিন মন ওশর দেওয়ার পর বাকী সাতাশমন থেকে কৃষি খরচ পত্র বহন করতে হবে। জমিতে যে চাষ করবে ওশর তার উপরেই ওয়াজেব হবে তা সে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করুক অথবা বর্গা নিয়ে চাষ করক। - **আসান ফিকাহ**

যা পাত্র দিয়ে মাপা বা ওজন করা হয় না তাতে মূল্যের হিসাবে নেছাব ঠিক করতে হবে। কিন্তু তা যাকাত দেওয়ার মাল হতে হবে, যদিও তার নেছাব শরীয়তে বলে দেওয়া হয়নি। তাই তা অন্য জিনিস দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে! যার অন্যান্য জিনিস দ্বারা নিসাব নির্ধারণ যখন একান্ত ভাবে অপরিহার্য তখন যা অসাক হিসেবে ওজন করা যায় তার মূল্যকে গণ্য করতে হবে। **(ফিকহুয যাকাত)**

ওশর ফরজ হওয়ার জন্য ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ মাল বাকী থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ হয়। কিন্তু ওশর আগে দান করার পর ঋণ পরিশোধ করতে হবে। নাবালেগ ও পাগল ব্যক্তির ফসলের উপর ওশর ফরজ হয় কিন্তু তাদের সম্পদে যাকাত হয় না। **(ওশরের শরিয়তি বিধান)**

মাওলানা থানবী লিখেছেন, আর যে জমির অবস্থা কিছুই জানা যায় না এবং তা এখন মুসলমানদের অধিকারে আছে তা মুসলমানদের কাছ থেকেই পাওয়া গিয়াছে মনে করা হবে। **(ইমদাদুল ফাতাওয়া)**

ওশর সম্পর্কে ফতোয়ায়ে আলম গিরীর মাসয়ালা

ক্ষেতী এবং ফলফসলের যাকাত দেওয়া ফরজ। ফরজ হওয়ার শর্ত এই যে, এমন জমিন হওয়া চাই, যার উৎপন্ন ফসল দ্বারা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হওয়া যায়। যদি ফসলের উপর দুর্যোগ এসে পড়ে তবে যাকাত ওয়াজিব হবেনা। আকেল ও বালেগ হওয়া ওশরের জন্য শর্ত নয়। বালক ও পাগলের জমিনের ওশর ওয়াজিব। যার উপর ওশর ওয়াজিব হয় সে যদি মারা যায় এবং তার ফসল মজুদ থাকে তবে ঐ মাল হতে ওশর নেওয়া হবে। যাকাতের হুকুম এমন নয়।

www.pathagar.com

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতে জমিনে যে কোন উপকারী ফসল বা বস্তু উৎপন্ন হোক তাতে ওশর ওয়াজিব হবে (কাজিখান) যে জমিনে পাম্পের সাহায্যে পানি দেওয়া হয় তার উপর অর্ধেক ওশর ওয়াজিব হবে। যে জমিনে পাম্প দ্বারা পানি সেচ হয় এবং নদী থেকেও পানি আসে, তবে যেটা বেশীর ভাগ কাজে লাগে সেটায় ধরতে হবে।

ওশরী জমি ইজারা দিলে ইমাম আবু হানিফার নিকট ইজারা দারের নিকট ওয়াজিব হবে। (খোলাছা) ফসল কাটার আগে নষ্ট হলে মালিককে ওশর দিতে হবে না। কাটার পর নষ্ট হলে মালিকের জিম্মায় থাকবে। সাহেবাইনের নিকট কাটার আগে নষ্ট হোক বা পরে হোক ওশর বাতিল হয়ে যাবে। (শরহে তানবী)

কোন মুসলমানের নিকট থেকে জমি ধার নিয়ে চাষ করলে ধার গৃহিতার ওপর ওশর ওয়াজিব হবে। কোন কাফেরকে ধার দেওয়া হলে ইমাম আবু হানিফার মতে মালিকের উপর ওশর ওয়াজিব হবে। যদি ফসলের জমি ফসলসহ মালিক বিক্রি করে অথবা শুধু ফসল বিক্রি করে তাতে বিক্রেতার উপর ওশর ওয়াজিব হবে।

মজুরী, হালের গরু, কুয়া খনন (সেচের জন্য) ও পাহারাদার ইত্যাদির খরচ হিসাবে বাদ দেওয়া যাবেনা। যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হবে তার উপর ওশর বা অর্ধ ওশর ওয়াজিব হবে। ওশর আদায় না করা পর্যন্ত ঐ ফসল খাবে না (জাহেরিয়ার) ওশর পৃথক করে নেওয়া হলে বাকীটা তার জন্য হালাল হবে।

ইমাম আবু হানিফা বলেছেন যে পরিমাণ ফসল খাবে বা অন্যকে খাওয়াবে তা ওশরের জামিন হবে। (মুহিতে সুরুখছী)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com